গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আজ ২৫ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখ বিকেল ৩:৩০ ঘটিকায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-৩)'' বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের মধ্যে ৪০০ (চারশত) মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার অতিরিক্ত ঋণ সহায়তার একটি ঋণ চুক্তি শেরে বাংলা নগরস্থ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এনইসি-২ সম্মেলন কক্ষে স্বাক্ষরিত হয়। এ ঋণের অর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নকরণ, শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং শিক্ষার্থীদের সার্বিক গুণগত মানোন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে ঢাকা অফিসের কান্ট্রি ডাইরেক্টর Mr. Johannes C.M. Zutt উক্ত ঋণচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: আলমগীর এবং বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
এ কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্নিত কার্যাবলী সম্পাদন করা হবে:

জনবল বেতন ভাতা , নতুন শিক্ষক নিয়োগ, নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ , নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ও সংস্কার , টয়লেট নির্মাণ , নলকূপ স্থাপন, আসবাবপত্র সরবরাহ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, ইমারজেন্সি এডুকেশন, শিশুস্বাস্থ্য, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, কারিকুলাম উন্নয়ন ,বিকেন্দ্রীভূত বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা , শিক্ষা উপকরণ ও সামগ্রি সরবরাহ, সমাপনী পরীক্ষা, ষ্ট্রাডি, শিশু জরিপ, বিদ্যালয় জরিপ এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা।

উপযুক্ত ঋণের উপর বিশ্বব্যাংক কে **Disbursed Amount** এর উপর বার্ষিক ০.৭৫% হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে । এ ঋণের অর্থ ৬ (ছয়) বছরের Grace Periodসহ ৩৮ (আটত্রিশ) বছরে পরিশোধ করতে হবে। প্রকল্পটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১১ থেকে ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে।